রিপোর্ট — ৪২

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৬

# উন্নীত বেতন স্কেলে ৮০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কমে গেছে

## ১৩ মাসেও সুরাহা হয়নি : প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভাব ফেলবে

মোহাম্মদ আবদুর রহিম : দীর্ঘ প্রায় দেড় বছরেও উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণ না হওয়ায় ৮০ ভাগ সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতন কমে যায়। এমতাবস্থায় বেতন নির্ধারণ পদ্ধতিতে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ যাতে লাভবান হন, সে মর্মে গত ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। আবেদনপত্রে বলা ছিল, পেশা ভিত্তিক সরকারী কর্মচারীর জন্য কোন বেতন নির্ধারণী পদ্ধতি সংরক্ষিত থাকে না। সেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী, অডিটরদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণকালে তাদের বেতন নির্ধারণী পদ্ধতিতে যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে সে নিয়ম সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেলায় প্রয়োগ করা হোক। এ আবেদন এবং বার বার সমিতির দাবীর প্রেক্ষিতে উন্নীত বেতন স্কেল নির্ধারণের লক্ষ্যে এ যাবৎ অর্থ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মধ্যে গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে প্রায় ২৫ দফা

পৃঃ ২১ কঃ ৫

### উন্নীত বেতন স্কেলে ৮০

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পত্র চালাচালি হয়। ইতোমধ্যে মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে উক্ত বিষয়ে মোট ৩ বার সুষ্ঠু মতামত দেয়া হলেও উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণীর বিষয়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন হয়নি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ৭৫ কোটি টাকা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের তুলনায় শতকরা ৮০ ভাগ সিনিয়র এবং প্রবীণ শিক্ষকদের বেতন কমে যায়। অথচ অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী, অডিটর ছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পুলিশ বিভাগের কর্মচারীদের বেতন স্কেল উন্নীত করায় তারা সকলেই লাভবান হয়েছে। যত বিড়ম্বনা ও কার্পণ্য কেবল শিক্ষকদের বেলায় হয়েছে। এ বিষয়ে সুষ্ঠু সুরাহা না হলে এবং শতকরা ৮০ জন শিক্ষক যদি বঞ্চিত থেকে যায় তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হতাশার প্রভাব পড়বে কোমলমতি শিশুদের শ্রেণী পাঠে।

নতুন শিক্ষাবর্ষের আগমনী ঘন্টা বেজে উঠেছে। এক্ষুণি এ বিষয়ে জরুরীভাবে সরকার কর্তৃক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া দেশের প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থেই জরুরী। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী আতা ফজলুল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অবিলম্বে এসআরও জারি করে ২০০৫-এর জাতীয় বেতন স্কেল নির্ধারণী পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের উন্নীত স্কেলে বেতন নির্ধারণী পদ্ধতি ঘোষণার জন্য প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং অর্থ উপদেষ্টাগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।